হুমায়ূন আহমেদের চন্দ্র কারিগর

টেলিভিশনের নির্মল বিনোদন মানেই বলতে হয় জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, নির্মাতা ও চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদের কথা। টেলিভিশন দর্শকদের জন্য তিনি নির্মাণ করে যাচ্ছেন একের পর এক জনপ্রিয় ধারাবাহিক নাটক। দর্শক স্মৃতিতে আজো অম্লান হয়ে আছে তাঁর জনপ্রিয় বহু ধারাবাহিক নাটক। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— বিটিভিতে প্রচারিত *এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, অয়োময়, কোথাও কেউ নেই, নক্ষত্রের রাত্রি, আজ রবিবার*। এছাড়া স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলিতেও তাঁর বহু জনপ্রিয় ধারাবাহিক প্রচারিত হয়েছে। টিভির এই জনপ্রিয় নাট্যকার ও নির্মাতা আবার মিনি পর্দায় হাজির হয়েছেন ধারাবাহিক নাটক নিয়ে। এবার চ্যানেল আইয়ের দর্শকদের জন্য তিনি নিজেই নির্মাণ করেছেন ২৬ পর্বের একটি ভিন্নধারার ধারাবাহিক নাটক 'চন্দ্র কারিগর'। ২৮ আগস্ট থেকে ধারাবাহিক নাটকটির সম্প্রচার শুরু হয়েছে। প্রতি সপ্তাহের সোম ও মঙ্গলবার ৯-৩৫ মিনিটে নাটকটি চ্যানেল আইয়ে প্রচারিত হচ্ছে। ধারাবাহিক নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন— আসাদুজ্জামান নূর, রহমত আলী, ওয়াহিদা মল্লিক জলি, সালেহ আহমেদ, মেহের আফরোজ শাওন, চ্যালেঞ্জার, ফারুক আহমেদ, ডাঃ করিম, ডাঃ এজাজ, ওয়াহিদ ইবনে রেজা, বাঁধন, আগুন, আশরাফ হোসেন টুলু, মৃত্তিকা, এস আই টুটুল, রুদ্র, পুতুল, এশা প্রমুখ। নাটকের কাহিনীধারায় দেখা যাবে— অবসরপ্রাপ্ত একজন গণিতের অধ্যাপক (চ্যালেঞ্জার)। তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। বড় মেয়ের শাওনের বিয়ে হয়েছে। সে চট্টগ্রামে থাকে। ছোট মেয়ে (মৃত্তিকা) পড়ে মেডিকেলে। একমাত্র ছেলে শুভ (ওয়াহিদ ইবনে রেজা) হলো কবি। মূলত শুভকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে নাটকের কাহিনী। দেখা যাবে শুভ'র বাবা সবসময় গণিত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে সময় কাটান। এদিকে তাঁর একমাত্র ছেলে শুভ'র যখন কবিতা লেখার ভাব আসে না, তখনই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন গ্রামে যায়। গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে পরিচয় হয় শুভ'র। ঘটতে থাকে নানা ঘটনা। নাটকের কাহিনী এগিয়ে যায় সামনের দিকে। নাটকের অভিনয়শিল্পীরা বলেছেন তাদের অনুভূতির কথা।

মেহের আফরোজ শাওন ও জেয়না

রহমত আলী

আমি এই নাটকে নায়িকার বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছি। নাটকে বাবা-মেয়ের সম্পর্ক খুব মধুর। মেয়ে অনেক মোটা একটি ছেলেকে ভালোবাসে। এটা নিয়ে বাবা-মেয়ের মধ্যে মজার কথা হয়। আমি হুমায়ুন স্যারের সাথে অনেক কাজ করেছি। স্যারের সাথে কাজ করতে গিয়ে অনেক কিছু শেখা যায়।

আজমেরী হক বাঁধন ও ওয়াহিদ ইবনে রেজা

আসলে একেকজন পরিচালক একেকভাবে কাজ করেন। স্যার খুব সহজভাবে অভিনয়শিল্পীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেন। কখনো কোনো ভুল হলে স্যার আমাকে বলেন, তুমি তো অভিনয় শেখাও, আমি তোমাকে শেখাব কী?

মেহের আফরোজ শাওন

হুমায়ূন আহমেদের ধারাবাহিক নাটক মানেই নতুন কিছু। *কালা কইতরের* পর কিছুদিন বিরতি দিয়ে আবার তিনি নতুন একটি ধারাবাহিক নাটক নির্মাণ করলেন। 'চন্দ্র কারিগর' নামের এই ধারাবাহিক নাটকে দর্শকরা একসাথে প্রচণ্ড হাসি আবার প্রচণ্ড দুঃখের কাহিনী দেখতে পাবেন। এই নাটকে আমি কেন্দ্রীয় পরিবার অর্থাৎ যে পরিবারটিকে ঘিরে নাটকটি, সেই পরিবারের বড় মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছি। মেয়েটিকে আপাতদৃষ্টিতে চালাক দেখা গেলেও আসলে সে প্রচণ্ড বোকা। তার একটি বাচ্চা আছে। হাজব্যান্ড বিদেশে থাকে।

চ্যালেঞ্জার ও মৃত্তিকা

হাজব্যান্ডের সঙ্গে তার অনেকটা সেপারেশন হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়েটি পরিবারটিকে সেই কথা বুঝতে দেয় না। পরিবারে সে ভাব ধরে যে হাজব্যান্ডের সাথে তার অনেক ভালো রিলেশন। তবে একসময় সে ধরা পড়ে যায়। আমি এরকম চরিত্রে আগে কখনো অভিনয় করি নি। চরিত্রটি আমার কাছে অনেক মজা লেগেছে। মাঝখানে অল্প কিছুদিন বিরতির পর আমি এই নাটক দিয়ে আবার অভিনয়ে ফিরলাম। যদিও এত তাড়াতাড়ি আমি অভিনয়ে ফিরতে চাই নি। যাই হোক সবমিলিয়ে অসাধারণ একটি নাটক আমরা দেখব বলে আশা করছি।

চ্যালেঞ্জার

আমি এই নাটকে একটি পরিবারের গৃহকর্তার চরিত্রে অভিনয় করেছি। আমার এক ছেলে ও দুই মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে, সে চিটাগাং থাকে। ছেলে কবিতা লেখে। ভালো কবিতা লিখতে পারে না, তাই মাঝে মাঝে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আমি চাকরি থেকে রিটায়ার করার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়েছি। আগে ম্যাথম্যাটিক্স-এর অধ্যাপক ছিলাম। তাই সারাক্ষণ আমি ম্যাথম্যাটিক্স নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে সময় কাটাই। চরিত্রটি অনেক মজার।

আগুন

আমি গ্রামের একজন দোকানদারের চরিত্রে অভিনয় করেছি। আমার চরিত্রের নাম কুদ্দুস। দোকানদারির পাশাপাশি কুদ্দুস গান-বাজনাও করে। হুমায়ূন আহমেদের কোনো নাটকে এই প্রথম অভিনয় করলাম আমি। শুটিংয়ের সময় আমরা বেশ মজা করেছি। একটা বিষয় আমার খুব ভালো লেগেছে, সেটা হলো প্রতিদিন শুটিং শেষ হবার পর সবাইকে নিয়ে স্যার আড্ডায় বসতেন। আড্ডায় অনেক মজা হতো। আশা করছি, হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য নাটকের মতো এই নাটকটিও অনেক জনপ্রিয় হবে।

ওয়াহিদ ইবনে রেজা

আমার চরিত্রের নাম শুভ, একজন কবি। মাঝে মাঝে যখন কবিতার ভাব আসে না, তখন আমি বাসা ছেড়ে গ্রামে চলে যাই। গ্রামে গিয়ে আমার বিভিন্ন মানুষের সাথে পরিচয় হয়। বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে থাকে। আমি হুমায়ুন স্যারের যে ক'টি নাটকে অভিনয় করেছি, তার মধ্যে এই নাটকটি আমার কাছে একেবারে আলাদা মনে হয়েছে। পুরো গল্প জুড়ে ইমোশনের খেলা রয়েছে। সব মিলিয়ে বলতে গেলে আমি বলব, এই নাটকের গল্পটা অনেক কঠিন। এর ক্যারেকটারগুলো ধরে রাখা অনেক টাফ ছিল। স্যার সেটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে করেছেন। আর নাটকের নাম 'চন্দ্র কারিগর' এটিই মনে অন্য এক আবেশ এনে দেয়।

আজমেরী হক বাঁধন

আমি এই নাটকে অন্যতম প্রধান একটি চরিত্রে অভিনয় করেছি। আমার বাবা অনেক বড়লোক। মা আমেরিকা থাকেন। আমার চরিত্রটা অনেকটা রাগী, আত্মনির্ভরশীল ও ড্যামকেয়ার টাইপের একটি মেয়ে। নাটকে চরিত্রের নাম বাঁধন। আমার আসল নামই রাখা হয়েছে। চরিত্রটি করতে আমি অনেক মজা পেয়েছি। নাটকের কাহিনী অনেক টাচি। শুটিং করতে গিয়ে আমরা অনেকেই কাহিনী শুনে কেঁদেছি। নাটকের শুটিং হয়েছে নুহাশ পল্লী ও দখিন হাওয়াতে।

হুমায়ূন আহমেদ আমার কাছে ইউনিক। আমি ওনার সাথে কাজ করতে পেরে নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করি। স্যারের সাথে কাজ করতে আসলেই অন্যরকম মজা উপলব্ধি করি। আমি স্যারের কয়েকটি সিঙ্গেল নাটকে অভিনয় করলেও এই প্রথম ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করলাম। *চন্দ্র কারিগর* ধারাবাহিক নাটকটি নিয়ে আমি ভীষণ আশাবাদী। দীর্ঘদিন পর দর্শকরা অনেক ভালো একটি নাটক দেখতে পাবে বলে মনে হচ্ছে।

সালেহ আহমেদ ও শবনম মুস্তারি মহি

মৃত্তিকা

নাটকটির কাহিনী একটি পরিবার নিয়ে। আমি ওই পরিবারের ছোট মেয়ে। মূলত আমার বড় ভাইকে নিয়ে নাটকের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। আমার ভাই কবিতা লেখেন। আমি ডাক্তারি পড়ছি। নুহাশ পল্লী ও দখিন হাওয়া দুই জায়গাতে শুটিং হয়েছে। হুমায়ূন আংকেলের সাথে কাজ করা অনেক মজার বিষয়। এর আগে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি হুমায়ূন আংকেলের 'গাছ মানুষ' নামে একটি নাটকে অভিনয় করেছিলাম। ■